JAN. 01 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭ ...

এক মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক : একজন মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ানো, শিক্ষক নিয়োগ, মাদ্রাসার সম্পদ লোপাটসহ অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি বলে লিখিত অভিযোগে জানা গেছে। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার অধীন আউলিয়ারহাট নিজামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপার আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছে স্থানীয় অধিবাসী, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকরা।

অভিযোগে জানা গেছে মাদ্রাসার সুপার ২০০০ সালে এলাকায় বসবাসকারী মাদ্রাসার প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর যে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে তারা অন্য জেলার প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড এখন পর্যন্ত তার কাছে রেখেছেন। এতে করে অভিবাবকরা তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা করাতে পারছেন না। অন্যদিকে একই বছরে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ২৪ জন ছাত্রের রেজিস্ট্রেশন, অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে করে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্ররা জানতে পারে তারা এ মাদ্রাসার ছাত্র নয়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগে জানা গেছে।

১৯৯৯ সালের উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনজন ছাত্রছাত্রী ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। সুপার তাদের মধ্যে ২ জন ছাত্রছাত্রীকে উপরের ক্লাস থেকে এনে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করান। যাদের নাম মুতমাইনা বিলকিস পিতা আবদুল আজিজ ও আবদুল হালিম পিতা জয়নাল আবেদীন। এরা দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রী। উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ছাত্র মো. ওমর ফারুক পিতা সফিয়ার রহমান এখনও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। মাদ্রাসার সুপার তাদের বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া সুপারের বিরুদ্ধে লিখিত আরো যেসব অভিযোগ রয়েছে তা হলো মাদ্রাসার জমির ধান তামাক, পুকুরের মাছ, মৌসুমি চাঁদা, যাকাতের অর্থ, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফি, ফরম পূরন, মার্কশিট বাবদ হাজার হাজার টাকা, আসবাবপত্র কেনার নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি, ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বইপত্র, ক্রীড়া সামগ্রী, ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎসহ শত শত অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা উক্ত মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।